দৈনিক খবর

তারিখ 04 MAY 1990 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

50

সিনেট অধিবেশনে তুমুল বাক বিতণ্ডা

মনিরুজ্জামান ৪ বছরের জন্য উপাচার্য নিযুক্ত

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ছাত্রী মিছিলে হামলা ও সংসদ মনোনীত পাঁচজন সদস্য প্রশ্নে তুমুল বাক-বিতণ্ডা ও উত্তপ্ত আলোচনা এবং ছয়জন সিনেট সদস্যের অধিবেশন বর্জনের মধ্যদিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বিশেষ অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত উপাচার্য নিয়োগের লক্ষ্যে তিনজনের প্যানেল চূড়ান্ত হয়েছে।

সিনেট সদস্যদের ভোটে তিনজনের চূড়ান্ত প্যানেলে নির্বাচিত হয়েছেন বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া, বর্তমান উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদ ও ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

বাসস জানায়: বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি এরশাদ গতকাল বৃহস্পতিবার অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়াকে চার বছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছেন।

বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সিনেটের এ বিশেষ অধিবেশনের শুরুতে সিনেটের চেয়ারম্যান উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিয়া সাবেক উপাচার্যের পদত্যাগের কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে সিনেটের বর্তমান অধিবেশন আহবান করা হয়েছে তার পটভূমি তুলে ধরেন এবং শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। এর আগে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ শেষে সিনেটের ছাত্র প্রতিনিধি ডাকসু ভিপি ছাত্রনেতা সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়

২-এর পাতায় দেখুন

মনিরুজ্জামান ৪ বছরের জন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্যাম্পাসে ডাকসু নির্বাচনোত্তর ছাত্রী মিছিলে হামলা এবং ভোটারবিহীন সংসদের মনোনীত সদস্যদের সিনেট অধিবেশনে অংশগ্রহণের ওপর দু'টো পৃথক নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের আহবান জানান।

এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে উপাচার্য মনিরুজ্জামান বলেন, এটা বিশেষ অধিবেশন। অতীতে বিশেষ অধিবেশনে নির্ধারিত বিষয়ের বাইরে কোন বিষয় আলোচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এখানে ছাত্রী মিছিলে হামলা বা অন্য কোন বিষয় আলোচিত হলে আইনগত কারণে অধিবেশনের পুরো আলোচনা ও সিদ্ধান্তই বাতিল হয়ে যেতে পারে।

পাঁচজন সংসদ সদস্যের সিনেট অধিবেশনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে উপাচার্য বলেন, বিধিগত প্রশ্নে একজন সংসদ সদস্য সঠিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন কি-না তা শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন বলতে পারে। আর সংসদকে অবৈধ ঘোষণার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সংসদকে অবৈধ বলার কোন অধিকার আমার নেই। দেশে সংসদ রয়েছে। বিধি মোতাবেক সংসদের পাঁচজন সদস্যকে সিনেট সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়ার জন্য স্পীকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল এবং পাঁচজন সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

উপাচার্যের এ বক্তব্যের ওপর পাঁচজন ছাত্র প্রতিনিধি ও বেশ কয়েকজন শিক্ষক প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় অংশ নেন ডাকসু ভিপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ও জিএস মুশতাক হোসেন এবং ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, মোস্তফা ফারুক ও এস এম কামাল হোসেন।

ছাত্র প্রতিনিধিরা বলেন, ছাত্রী মিছিলে হামলার মত ন্যক্কারজনক ঘটনার নিন্দা করতে হবে। আর বর্তমান সংসদ 'ভোটারবিহীন ও অবৈধ'। আজকের অধিবেশনে 'অবৈধ' সংসদের ভুয়া সদস্যদের উপস্থিতির নিন্দা না করলে আমরা প্রতিবাদ হিসেবে দুই মিনিটের জন্য অধিবেশনের বাইরে থাকব।

উপাচার্যের উদ্দেশে তারা বলেন, আপনি যখন এ চেয়ারে ছিলেন না, তখন শিক্ষক সমিতির একজন সদস্য হিসেবে আমাদের আজকের বক্তব্য আপনারও বক্তব্য ছিল। উপাচার্য হিসেবে আপনার সেদিনের বক্তব্য বাস্তবায়ন করা আজ আপনারই দায়িত্ব। আমরা বিবেকের তাড়নায় এ সংসদ মেনে নিতে পারি না।

এ বিষয়ের উপর শিক্ষকদের মধ্য থেকে আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক মোহাম্মদ মসিহুজ্জামান, অধ্যাপক ম আক্তারুজ্জামান, অধ্যাপক কে এ এম সাদ উদ্দিন, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম (দর্শন), ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী ও আফরোজা নাহার রাশেদা।

অধ্যাপক মসিহুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মহল ছাত্রী মিছিলে হামলার নিন্দা করেছে। আজ যদি সিনেটের অধিকাংশ সদস্য চান তবে এ ব্যাপারে নিন্দা প্রস্তাব নেয়া যেতে পারে। উপাচার্য মাঠে একরকম কথা বলেন। আর ভিতরে বলেন অন্য রকম। এটা খুবই দুঃখজনক। এ ঘটনা গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য কলঙ্কজনক।

ছাত্র প্রতিনিধিদের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান বলেন, ক্ষমতায় গেলে নীতি বিসর্জন দিতে মানুষ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। এই চেয়ারে বসার আগে এই রুমে বসে উপাচার্য যার নিন্দা করেছেন, সন্ত্রাসী ঘটনার বিচার দাবী করেছেন, আজ তা করতে চান না। ছাত্রদের দু'টো প্রস্তাবের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

দর্শনের আমিনুল ইসলাম বলেন, একটা জিনিসকে আমরা পছন্দ করি না। এ কথা বলতে তো কোন বিধিগত অসুবিধা থাকতে পারে না। আমি তাকে ভালোবাসি না, এ কথা বলায় তো কোন অসুবিধা নেই। বিশেষ অধিবেশনের বিধিগত প্রশ্ন তুললে এ অধিবেশনে আমরা চা খাবো কি-না সে প্রশ্নও উঠবে।

ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, সংসদ সদস্যদের প্রশ্নে বৈধতার কথা বলে বিবেককে হত্যা করবেন না। বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করুন। যারা সংসদ সদস্য হিসেবে এখানে এসেছেন তারাই বলুন, আপনারা কেমন সদস্য। সারাবিশ্ব বলেছে, এ নির্বাচনে শতকরা তিন শতাংশের বেশী ভোট পড়েনি। সেই সংসদ কিভাবে বৈধ হয়?

আলোচনার এক পর্যায়ে সিনেটের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান সংসদ সদস্য প্রসঙ্গে আলোচনার ওপর রুলিং দেন এবং এ ঘটনার প্রতিবাদে সিনেটের পাঁচ জন ছাত্র প্রতিনিধি ও শিক্ষক প্রতিনিধি কে এ এম সাদ উদ্দিন অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। প্রায় ৬ মিনিট পরে তারা পুনরায় অধিবেশনে যোগ দেন। শেষে উপাচার্য ঘোষণা করেন, ছাত্রী মিছিলে হামলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সকল সন্ত্রাসের নিন্দা ও বিচার দাবীর প্রস্তাব গৃহীত হলো এই শর্তে যে, এর পরেই আমরা অন্য কোন আলোচনায় না গিয়ে অধিবেশনের মূল বিষয়বস্তুতে ফিরে যাবো। এখানেই এ আলোচনা শেষ হয়। পরে তিনজনের প্যানেলের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে শিক্ষকদের সাদা গ্রুপের পক্ষ থেকে অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী প্রার্থী হিসেবে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া ও অধ্যাপক এমাজ উদ্দিনের নাম প্রস্তাব করেন।

এর বিপরীতে ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী গোলাপী প্যানেলের পক্ষ থেকে অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম (মৃত্তিকা), অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম (ভূগোল) ও অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের নাম প্রস্তাব করেন। পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিয়া ৪৭ ভোট, অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন ৩৬ ভোট, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৩১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এই তিনজনের মধ্য থেকে একজনকে চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করবেন। পরাজিত তিনজন প্রার্থী ভোট পেয়েছেন যথাক্রমে অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম ২৯ ভোট, অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম (ভূগোল) ২৭ ভোট ও অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ২৯ ভোট।

সিনেটের মোট ১০৪ জন সদস্যের মধ্যে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি বাদে ৭৯ জন সদস্যের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও গতকালের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ৭২ জন। সংসদ সদস্যদের মধ্যে বেগম হাসনা মওদুদ এবং শিক্ষকদের মধ্যে মোহসীন উল্লাহ পাটোয়ারী, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ মহব্বত খান ও কিউ এ টি এম হাবিবুর রহমান অনুপস্থিত ছিলেন।